কালের কণ্ঠ

তারিখ ১৯ AUG 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বন্যায় তিন হাজার স্কুলে পাঠদান বন্ধ

শরীফুল আলম সুমন ▷

বন্যায় দেশের অন্তত তিন হাজার স্কুলে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ায় এই সংখ্যা বাড়ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে (ডিপিই) এ ব্যাপারে মনিটরিং সেল খোলা হয়েছে। কিছু স্কুলে আশ্রয়কেন্দ্র খোলায় সেসব স্কুলেও পাঠদান বন্ধ রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের প্রকৃত সংখ্যা পেতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে বলে উভয় দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর এসব স্কুলে সংস্কার ও মেরামতকাজ করা হবে। এ ছাড়া পাঠদানের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে ছুটির দিনেও ক্লাস নেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে উভয় অধিদপ্তরের।

> নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ায় এ সংখ্যা আরো বাড়বে

ডিপিই সূত্র জানায়, এবারের বন্যায় বুধবার পর্যন্ত পাওয়া হিসাবে ২৫ জেলার এক হাজার ৩২৮টি স্কুলে পানি উঠেছে। গত দুই দিনে এই সংখ্যা আরো বেড়েছে। এসব স্কুল খোলা থাকলেও পাঠদান বন্ধ রাখা হয়েছে। বন্যায় রংপুর বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ঢাকা বিভাগের জামালপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি ২৩৯টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপর দিনাজপুর জেলায় ১৯৭, মৌলভীবাজারে ১৬০, কুড়িগ্রামে ১৩৫, গাইবান্ধায় ১৩৪, সিলেটে ১২১, সিরাজগঞ্জে ৮৩, বগুড়ায় ৭৮, মানিকগঞ্জে ৩৩, চাঁদপুরে ৩১, টাঙ্গাইলে ২৮, লালমনিরহাটে ১৮, রংপুরে ১২, নীলফামারীতে ২, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২, ময়মনসিংহে ১৩, কিশোরগঞ্জে ১০, রাজবাড়ীতে ২, বরিশালে ৩, নোয়াখালীতে একটি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাহাড়ি বর্ষণে খাগড়াছড়ির দুটি ও বান্দরবানের একটি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া কক্সবাজার, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁওয়ের বেশ কিছু স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেই তালিকা এখনো মনিটরিং সেলে পৌঁছায়নি।

ডিপিইর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের উপপরিচালক মো. নুরুল আমিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা প্রতিনিয়ত তালিকা হালনাগাদ করছি। তবে যে খবর পাচ্ছি, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের সংখ্যা আরো অনেক বাড়বে। তবে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর এসব স্কুলের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হবে। এরপর সংস্কার ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ করা হবে। তবে স্কুল কিন্তু এখনো খোলা রয়েছে। শিক্ষকরা আসছেন। পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠদান শুরু করা হবে। প্রয়োজনে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ছুটির দিনেও ক্লাস নেওয়া হবে।'

মাউশি অধিদপ্তর সূত্র জানায়, এবারের বন্যায় বুধবার পর্যন্ত এক হাজার ১৮০টি মাধ্যমিক স্কুলে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া ৩০টি স্কুলে আশ্রয়কেন্দ্র খোলায় সেখানেও পাঠদান বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে তাদের মনিটরিং সেলে একদিকে যেমন নতুন স্কুল প্লাবিত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে অন্যদিকে কিছু স্কুল থেকে পানি নেমে যাওয়ার খবরও পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বেশি মাধ্যমিক স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাইবান্ধা জেলায় ৩১৩টি। এরপর কুড়িগ্রাম জেলায় ২৫৩, দিনাজপুরে ২২৫, সুনামগঞ্জে ১০৭, সিরাজগঞ্জে ৭০, নেত্রকোনায় ২০, ময়মনসিংহে ১৫টিসহ বিভিন্ন জেলায় মাধ্যমিক স্কুলে পাঠদান বন্ধ রয়েছে।

মাউশি অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-২) দুর্গা রানী সিকদার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের তালিকা তৈরি করছি। তবে বন্যা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুরো তালিকা তৈরি করা যাবে না। এরপর এই তালিকা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করব। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।'

এবারের বন্যায় বিভিন্ন কলেজেও পানি ঢুকেছে। অনেক কলেজে পানি না ঢুকলেও শিক্ষার্থীরা বন্যার কারণে কলেজে আসতে পারছে না। এ জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গত বুধ ও বৃহস্পতিবারের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষা (পুরান সিলেবাস) স্থগিত করে।

আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে জেএসসি পরীক্ষা এবং ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসি)। কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হওয়ায় জেএসসি ও পিইসি পরীক্ষার প্রস্তুতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।